পলিসি ব্রিফ: প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০

২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বাড়লেও তা এসডিজি ৬ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার 'কাউকে পিছনে রেখে নয়', এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথেষ্ট নয়

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতে অর্থ বরাদ্দের ইতিবাচক ধারা চলমান রয়েছে

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে একই বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ৩৯.৭% বেড়েছে (৬,৮৪,৯৫৬ লক্ষ থেকে ৯,৫৭,০৩১ লক্ষ টাকা)।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১১.৬% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০,৬৮,৭২৯ লক্ষ টাকা। এ খাতে অর্থ বরাদ্দের ইতিবাচক ধারা চলমান রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের ৪৩.৮১ বিলিয়ন বরাদ্দ বর্তমানে বেড়ে ১০৬.৮৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- বর্তমানে ওয়াশ খাতে বাজেটের আপেক্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৩১.৯৩ শতাংশ, যা দেশের জিডিপি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) উর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় (১৩ জুন ২০১৯) গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে "আমার গ্রাম, আমার শহর" শীর্ষক সরকারের ২০১৮ সালে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের নির্দেশনা রয়েছে।
- মিয়ানমার থেকে আগত ১ মিলিয়নেরও বেশী শরণার্থীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

এলাকা ভিত্তিক বৈষম্য কিছুটা হলেও কমেছে

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে গ্রামীন এলাকা এবং মাঝারি ও উপ শহরগুলোতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্টান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল দ্বিগুন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূল বরাদ্দ ১০.৬৮ বিলিয়ন টাকা একই বছরের সংশোধিত বাজেটে বেড়ে ২০.৫১ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়াও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডিপিএইচই বরাদ্দ আরও ২৪.১৩ বিলিয়ন বেড়েছে।
- চারটি পানি সরবরাহ ও পয়:নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)-এর জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৩.৪২ বিলিয়ন টাকা বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৫.১৮ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ঢাকা ওয়াসা পেয়েছে।
- খুলনা ওয়াসার জন্য বাজেট বরাদ্দে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন না থাকলেও রাজশাহী ওয়াসার বাজেট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় বেশ কয়েক গুন বেড়ে ৮.৭৮ বিলিয়ন টাকায় দঁড়িয়েছে যা চট্রগ্রাম ওয়াসার (৮.৭৫ বিলিয়ন) বাজেট বরাদ্দের কাছাকাছি।
- নতুন প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন ছাড়া ১১টি সিটি করপোরেশনে ওয়াশ খাতে বাজেট বরাদ্দে বৈষম্য হ্রাসের একটি ইতিবাচক দিক সংশোধিত ২০১৮-১৯ বাজেটের পাশাপাশি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে পরিলক্ষিত হয়েছে। এর আগে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সিটি করপোরেশনের বাজেট বরাদ্দে খুলনা, বরিশাল এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনগুলির জন্য ওয়াশ খাতে কোনো বাজেট ছিল না। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের আগে কুমিল্লা, রংপুর ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনর জন্যও ওয়াশ খাতে কোন বরাদ্দ ছিল না। সকল সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য সংশোধিত ২০১৮-১৯ বাজেটে ওয়াশ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

পানি ও পরিবেশগত সুরক্ষা এবং ঝুঁকি হ্রাস সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও বাজেট বরাদ্দ আশানুরুপ নয়

ওয়াশ সেক্টরের ইতিবাচক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জন্য দু'টি প্রকল্পের সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ গুলি হলো: (১) ঢাকা এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (ডিডাব্লিউএসএ) এবং (২) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই উইথ পাইপ নেটওয়ার্ক ইন থানা সদর এন্ড গ্রোথ সেন্টার পৌরসভায় (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-ডিপিএইচই)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই প্রকল্পগুলোর জন্য বরাদ্দ ৪.৫১ বিলিয়ন টাকা থেকে কমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১.৭৩ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। বাজেটে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য পরিবেশ বান্ধব সোলার ওয়াটার ডিস্যালিনেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও রয়েছে, তবে এর জন্য বরাদ্দ মাত্র ১ লক্ষ টাকা।

গ্রাম এবং শহর এলাকার বিদ্যমান বৈষম্য এসডিজি ৬ অর্জনে এখনও বড় বাঁধা

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনার চারটি ওয়াসাসহ এগারোটি সিটি কর্পোরেশনে ওয়াশ বরাদ্দ বাড়লেও গ্রামীণ এলাকায় জন্য বাজেট বরাদ্দ আগের মত এখনও কম । ২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লিখিত সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ৮.৫৩ বিলিয়ন টাকা হলেও সারাদেশের বাকি অংশে বরাদ্দ মাত্র ২.১৫ বিলিয়ন টাকা। (চিত্র ১)। 'সকলের জন্য নিরাপদ পানিও স্যানিটেশন' নিশ্চিত করে এসডিজি ৬ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই বৈষম্য এখনও এক বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করবে। কাজ করবে ।

চিত্র ১: গ্রাম এবং শহর এলাকার বিদ্যমান বৈষম্য

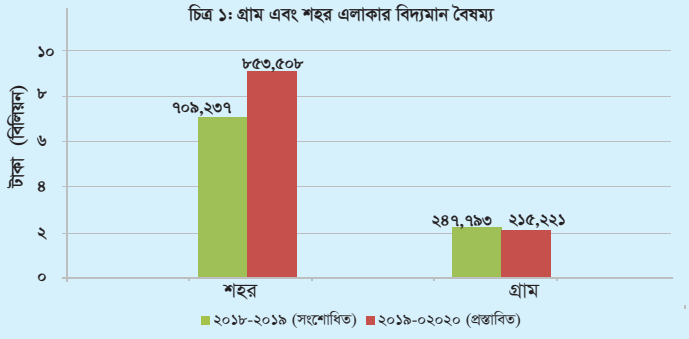

সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই শহরগুলোতে ওয়াশ বরাদ্দে ধারাবাহিকতার অভাব - বৈষম্য আরো বেশী দৃশ্যমান

বাজেট বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য ওয়াশ খাতে বাজেট বরাদ্দে কোন ধারাবাহিকতা নেই। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেশ কিছু সিটি কর্পোরেশনের বাজেট অর্থ বরাদ্দ কমেছে বা বেড়েছে। বাজেট বরাদ্দে এক ধরণের অসামঞ্জস্যপূর্ণ হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। যেমন: কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই চট্টগ্রাম ও সিলেটের বরাদ্দ বেশ হ্রাস পেয়েছে, আবার গাজীপুর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ২: সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ওয়াশ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

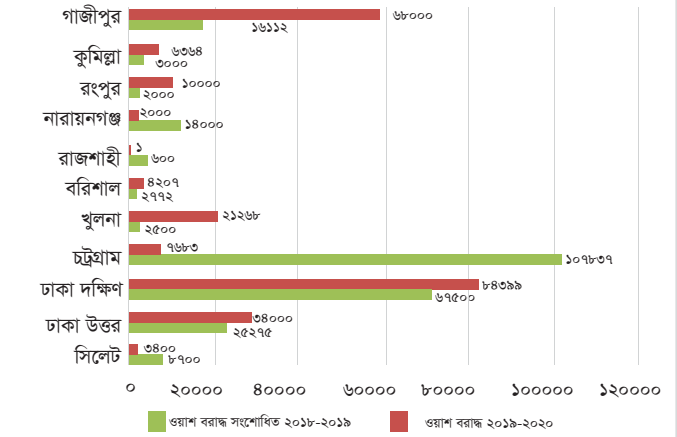

বাজেট বরাদ্দে স্যানিটেশন এবং পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে

স্যানিটেশন এবং পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিষয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসডিজি ৬ এর সূচক - নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা (সেইফলি ম্যানেজড স্যানিটেশন) বাস্তবায়নের জন্য এটি যথেষ্ট ইতিবাচক। বিভিন্ন গ্রামীন শহরগুলির (পৌরসভা) জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তবে এই প্রকল্পগুলোর সফলতা অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে দিতে স্যানিটেশন এবং পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সাব-সেক্টরে গুরুত্বারোপের পাশাপাশি আরও বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন।

টেবিল -১: সেক্টর অনুযায়ী ওয়াশ বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা)

সেক্টর	২০১৮ -১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮ -১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ
পানি	৪২.৪৫	৩২.১১	৩৮.০৯
স্যানিটেশন	১১.৯৪	৩৬.০১	৪১. ৪৪
পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২.১১	৯.২৫	১৭.৮৮

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থবছর সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষ বছর। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ওয়াশ সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতসমূহ এখনও পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

প্রতিশ্রুতি	অর্জন
সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন	অর্জিত হয়নি। বরং ওয়াশ বাজেটের সর্বাধিক বরাদ্দ পাওয়ার পরও ঢাকা ওয়াসার সরবরাহকৃত পানির পরিচ্ছন্নতা ও গুণগত মান প্রশ্ন উঠেছে।
সবার জন্য স্যানিটেশন ক্যাম্পেইন চলমান রাখা এবং এর পুনরাবৃত্তি করা	এখনও অর্জিত হয়নি।
গ্রামীণ এবং দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ	শহরের বরাদ্দের তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় বাজেট বরাদ্দ এখনও অনেক কম। পাহাড়ী এলাকাসমূহের মধ্যে কেবল রাঙামাটি জেলা মাত্র ৪২ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পাহাড়ী তিন জেলার জন্য এ বরাদ্দ ছিল মাত্র ২,০০৯ লক্ষ টাকা।
শহর এলাকায় সমন্বিত পানি পরিশোধন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা	এখনও অর্জিত হয়নি।

প্রাক বাজেট সংবাদ সম্মেলনের সুপারিশসমূহ (মার্চ ২০১৯)

সুপারিশসমূহ	২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিফলন
গ্রামীণ ও মাঝারী শহর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) বরাদ্দ দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
দুর্গম এলাকাসমূহ এবং বরাদ্দ না পাওয়া সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ দিতে হবে।	২০১৯-২০ অর্থবছরে সকল সিটি কর্পোরেশন ওয়াশ খাতে বরাদ্দ পেয়েছে।
পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির মত সাব-সেক্টরাল বিষয়গুলিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	পয়:বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দ বেড়েছে। স্বাস্থ্যবিধি এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও কিছু বরাদ্দ দেখা গেছে।
মানব সম্পদের ঘাটতি দূর করতে হবে এবং বাস্তবায়নকারি সংস্থা সমূহের মধ্যে কাজ করার সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে।	এটি এখনও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান যা সরকার, উন্নয়ন সহযোগি এবং ওয়াশ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে সমাধান করা জরুরী।
সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ওয়াশ পরিবীক্ষণ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ ব্যাপারে আরো এ্যাডভোকেসি এবং বিশেষজ্ঞ সহায়তার প্রয়োজন।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ অর্জনের চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় এসডিজি'র নীতিমালা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এসডিজি ৬ অর্জনে ওয়াশ খাতে অর্থায়ন ঘাটতি কমিয়ে আনতে হবে।	সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে প্রচারাভিযান চলমান রাখতে হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগও নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি ৬ লক্ষ্য প্রতিফলিত করার জন্য সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০১১-২০২৫ এবং অন্যান্য সেক্টরাল নীতিমালাসমূহ হালানাগাদ করতে হবে।

সুপারিশসমূহ

- 'কাউকে পিছনে রেখে নয়', এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে শহর ও গ্রামীণ এলাকার বাজেট বরাদ্দে বৈষম্য হ্রাস করাসহ দুর্গম এলাকা, যেমন পাহাড়, চর, হাওর এবং উপকূলীয় দ্বীপগুলিতে ওয়াশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে বিশেস গুরুত্ব দিতে হবে। হতদরিদ্র ও গরীব এ দু'ধরণের জনগোষ্ঠীর নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রয়োজনে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

- পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য 'সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০১১-২০২৫' এর অগ্রগতি পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি ৬ এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত পাবলিক মানি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৯ এর অধীনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং ইউনিট গঠন।

- সরকারি তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডিপিএইচই এবং পৌরসভাসমূহের মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

WaterAid PPRC Power and Participation Research Centre unicef for every child